রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

বৃহস্পতিবার, নভেম্বর ১৪, ২০১৯

[বেসরকারি ব্যক্তি এবং কর্পোরেশন কর্তৃক অর্থের বিনিময়ে জারিকৃত বিজ্ঞাপন ও নোটিশসমূহ]

বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ

৩৭/এ দিলকুশা বা/এ, মতিঝিল, ঢাকা

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ২৬ কার্তিক, ১৪২৬ বঙ্গাব্দ/১১ নভেম্বর , ২০১৯ খ্রিস্টাব্দ

এস. আর. ও. নং-৩৫৩-আইন/২০১৯ ।—বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এর ধারা ১৪৮ এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, ধারা ৪১ এর সহিত পঠিতব্য, বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ, সরকারের অনুমোদনক্রমে, নিম্নরূপ প্রবিধানমালা প্রণয়ন করিল, যথা :—

১। **শিরোনাম ও প্রবর্তন।**—(১) এই প্রবিধানমালা বীমা (নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ) প্রবিধানমালা, ২০১৯ নামে অভিহিত হইবে।

(২) ইহা অবিলম্বে কার্যকর হইবে।

২। **সংজ্ঞা।**—(১) বিষয় বা প্রসঙ্গের পরিপন্থি কোন কিছু না থাকিলে, এই প্রবিধানে,—

(ক) "আইন" অর্থ বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন);

(খ) "আর্থিক প্রতিষ্ঠান" অর্থ আর্থিক প্রতিষ্ঠান আইন, ১৯৯৩ (১৯৯৩ সনের ২৭ নং আইন) এর ধারা ২(খ) তে সংজ্ঞায়িত আর্থিক প্রতিষ্ঠান;

(গ) "তফসিল" অর্থ এই প্রবিধানমালার কোন তফসিল;

(ঘ) "দায়" অর্থ প্রবিধান ৩ এর উপ- প্রবিধান (২) এ বর্ণিত দায়; এবং

(ঙ) "সম্পদ" অর্থ প্রবিধান ৩ এ বর্ণিত সম্পদ।

মূল্য : টাকা ১২.০০

(২) এই প্রবিধানমালায় যে সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি ব্যবহার করা হইয়াছে কিন্তু সংজ্ঞা বা ব্যাখ্যা প্রদান করা হয় নাই, সেই সকল শব্দ বা অভিব্যক্তি বীমা আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১৩ নং আইন) এবং বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ আইন, ২০১০ (২০১০ সনের ১২ নং আইন) এ যেই অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে, এই প্রবিধানমালায়ও উক্ত অর্থ বুঝাইবে।

৩। **নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ।**—(১) প্রত্যেক নন-লাইফ বীমাকারীকে দায়সমূহসহ অতিরিক্ত ১০০০০০০০ (এক কোটি) টাকা বা নীট প্রিমিয়াম আয়ের ১০% যাহা বেশি হয় অন্যূন সেই পরিমাণ সম্পদ বাংলাদেশে বিনিয়োগ করিতে হইবে এবং কোন বীমাকারী উক্ত অংশ বাধ্যতামূলকভাবে বিনিয়োগের পর অতিরিক্ত অর্থ দেশে বা বিদেশে বিনিয়োগ করিতে পারিবে :

তবে শর্ত থাকে যে, বিদেশে বিনিয়োগ করিবার ক্ষেত্রে দেশের যথাযথ কর্তৃপক্ষের এবং যেই দেশে বিনিয়োগ করা হইবে সেই দেশের সরকারের অনুমোদন গ্রহণ করিতে হইবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এর উদ্দেশ্য পূরণকল্পে নিম্নবর্ণিত বিষয়াবলি বীমাকারীর দায় হিসাবে বিবেচিত হইবে, যথা :—

(ক) বাংলাদেশে নন-লাইফ বীমা ব্যবসায়ের ক্ষেত্রে বকেয়া নীট দাবিসমূহ;

(খ) বাংলাদেশের অভ্যন্তরে লিপিবদ্ধ অগ্নি, নৌ (কার্গো) এবং বিবিধ বীমা ব্যবসায় সম্পর্কিত নীট প্রিমিয়ামের ৪০% ;

(গ) বাংলাদেশে লিপিবদ্ধ নৌ (হাল) ও এভিয়েশন (হাল) বীমা সম্পর্কিত নীট প্রিমিয়ামের ১০০% ;

(ঘ) প্রস্তাবিত লভ্যাংশ এবং অপরিশোধিত লভ্যাংশ প্রদানের জন্য আবশ্যকীয় অর্থ;

(ঙ) বীমা ব্যবসায়রত বীমা কোম্পানিসমূহের নিকট প্রদেয় অর্থ;

(চ) সরকারি রাজস্ব বাবদ প্রদেয় অর্থ; এবং

(ছ) পরিশোধিত মূলধন, সাধারণ সঞ্চিতিসমূহ, বিনিয়োগ সঞ্চিতি, কুঋণ, সন্দেহপূর্ণ কুঋণ সঞ্চিতি এবং অবচয় তহবিল ব্যতিরেকে অন্যান্য পাওনাদারের নিকট প্রদেয় অর্থ।

(৩) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত সম্পদ হিসাবের ক্ষেত্রে নিম্নবর্ণিত বিষয়সমূহ অন্তর্ভুক্ত হইবে না, যথা :—

(ক) প্রত্যেক বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বকেয়া কিস্তির সেই পরিমাণ অর্থ, যাহা পরবর্তী বৎসরের ৩১ মার্চ পর্যন্ত অথবা আইনের ধারা ৩২ এর অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক আর্থিক বিবরণী স্বাক্ষর করা পর্যন্ত, যাহা পূর্বে হয়, আদায় হয় নাই;

(খ) আইনের ধারা ৩২ এর অধীন নিরীক্ষক কর্তৃক আর্থিক বিবরণী স্বাক্ষর করা পর্যন্ত বকেয়া দায় দেনা;

(গ) আসবাবপত্র এবং সরঞ্জামাদি, স্টেশনারি এবং পরিত্যক্ত মালামালের মজুদ;

(ঘ) কর্তৃপক্ষ কর্তৃক নির্দিষ্টকৃত বিলম্বিত এবং পূর্ব পরিশোধিত ব্যয়; এবং

(ঙ) যে কোনো অস্পর্শনীয় (intangible) সম্পদ।

৪। **নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ বিনিয়োগ পদ্ধতি।**—নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদ নিম্নবর্ণিত পদ্ধতিতে নির্ধারিত হারে বিনিয়োগ ও সংরক্ষণ করিতে হইবে, যথা :—

(ক) সম্পদের অন্যূন ৭.৫০% সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগ; এবং

(খ) দফা (ক) এ বর্ণিত অংশ সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগের পর অবশিষ্ট অংশ নিম্নবর্ণিত খাতে বিনিয়োগ, যথা :—

ক্রমিক নং	বিনিয়োগ খাত	সম্পদের নির্ধারিত সর্বোচ্চ হার
(১)	(২)	(৩)
১।	বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ড এবং অন্যান্য বন্ড যাহা স্বতন্ত্র খ্যাতনামা ও বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "AA" অথবা সমমানের নিম্নে নহে এমন রেটিংপ্রাপ্ত।	উভয় বন্ডে নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১৫%।
২।	(ক) সরকারের অনুমোদনক্রমে, কোনো সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ	(ক) নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫%।
	(খ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত কোনো ডিবেঞ্চার	(খ) নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১৫%।
৩।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং যে কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোনো কোম্পানির অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার : তবে শর্ত থাকে যে, বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক 'Z' ক্যাটাগরিভুক্ত শেয়ারে বিনিয়োগ করা যাইবে না।	কোন একক কোম্পানির পরিশোধিত মূলধনের ১০% বা নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫%: তবে শর্ত থাকে যে, উপরি-বর্ণিত পরিমাণের হিসাবকে ক্ষুণ্ন না করিয়া একাধিক কোম্পানির সাধারণ শেয়ার বা অগ্রাধিকার শেয়ার বা উভয় প্রকারের শেয়ারে মোট বিনিয়োগ নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২৫%।

(১)	(২)	(৩)
৪।	(ক) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অথবা কোন পৌরসভায় অবস্থিত দায়হীন এবং নিষ্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি;	(ক) নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
	(খ) প্রথম বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি (First mortgage on immovable's) যা আবাসিক, দাপ্তরিক বা দোকান হিসেবে ব্যবহৃত অথবা লিজকৃত সম্পত্তি (leasehold property): তবে শর্ত থাকে যে, লিজকৃত সম্পত্তি হইলে লিজের মেয়াদ অন্যূন ৩০ (ত্রিশ) বৎসর এবং সম্পত্তির মূল্য লিজকৃত সম্পত্তির মূল্যের ৫০% হইতে হইবে।	(খ) (১) সম্পত্তি আবাসিক কাজে ব্যবহৃত হইলে নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২%; এবং (২) সম্পত্তি দাপ্তরিক বা দোকান হিসেবে ব্যবহারের জন্য ভাড়া প্রদান করা হইলে, নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫%: তবে শর্ত থাকে যে, দফা (ক) ও (খ) তে বর্ণিত উভয় প্রকার সম্পত্তিতে মোট বিনিয়োগ নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
৫।	বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিংসংস্থা কর্তৃক "A" বা সমমান অথবা শ্রেষ্ঠতর তফসিলী ব্যাংকে আমানত গচ্ছিত রাখা।	কোন নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৮০% : তবে শর্ত থাকে যে, একটি তফসিলী ব্যাংকে গচ্ছিত স্থায়ী আমানত বা চলতি আমানত অথবা আংশিক স্থায়ী বা আংশিক চলতি আমানতের পরিমাণ নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১৫%।
৬।	বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত বা নিয়ন্ত্রিত মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ডে বিনিয়োগ।	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
৭।	বাংলাদেশে অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক "A" বা সমমান অথবা শ্রেষ্ঠতর আর্থিক প্রতিষ্ঠানে আমানত গচ্ছিত রাখা।	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ১০% : তবে শর্ত থাকে যে, কোন একটি আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত হিসেবে নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২%।
৮।	কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে সাবসিডিয়ারী কোম্পানিতে বিনিয়োগ।	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ২০%।
৯।	কর্তৃপক্ষের পূর্বানুমোদনক্রমে, তদকর্তৃক আরোপিত শর্ত সাপেক্ষে, অন্যান্য প্রকারে বিনিয়োগ।	নন-লাইফ বীমাকারীর সম্পদের ৫%।

(৩) আইনের ধারা ২৩ বা ১১৯ এর বিধান অনুসারে গচ্ছিত আবশ্যকীয় জামানত বিনিয়োগ কোম্পানির বীমা ব্যবসার জন্য নিবন্ধন সনদ প্রাপ্তির পূর্বেই আইনের তফসিল ১ এ বর্ণিত উদ্যোক্তাগণ কর্তৃক প্রদত্ত আবশ্যিক গচ্ছিত জামানত হিসাবে সরকারি সিকিউরিটিজে বিনিয়োগকৃত বা বিনিয়োগের জন্য রক্ষিত বলিয়া গণ্য হইবে।

৫। **বিনিয়োগ রিটার্ন।**—(১) প্রত্যেক নন-লাইফ বীমাকারী বীমা গ্রহীতাগণের স্বার্থ সংরক্ষণের জন্য এই প্রবিধানমালা অনুযায়ী বিনিয়োগ বিষয়ক নিরীক্ষা কার্য শেষ হইবার ৩০ (ত্রিশ) দিনের মধ্যে পূর্ববর্তী বৎসরের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত বীমাকারীর সম্পদের পরিমাণ উল্লেখ করিয়া শ্রেণিভিত্তিক একটি বিবরণী কর্তৃপক্ষ বরাবর তফসিল-১ অনুযায়ী দাখিল করিবে।

(২) উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত বিবরণী বীমাকারীর পরিচালনা পর্ষদের চেয়ারম্যান, ২ (দুই) জন পরিচালক, ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা ও প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত ও বীমাকারীর নিরীক্ষক কর্তৃক তফসিল-২ অনুযায়ী প্রত্যায়িত হইতে হইবে।

(৩) প্রত্যেক নন-লাইফ বীমাকারীকে মার্চ, জুন ও সেপ্টেম্বর মাসের শেষ দিবস হইতে ২১ (একুশ) দিনের মধ্যে কর্তৃপক্ষ বরাবর বিনিয়োগ রিটার্ন তফসিল-১ অনুযায়ী দাখিল করিতে হইবে, যাহাতে উল্লিখিত ত্রৈমাসিক সম্পত্তিতে উপ-প্রবিধান (১) এ উল্লিখিত শ্রেণি অনুযায়ী কোম্পানীর সম্পদের বিবরণ থাকিবে এবং রিটার্নসমূহ বীমাকারীর ব্যবস্থাপনা পরিচালক বা মুখ্য নির্বাহী কর্মকর্তা এবং প্রধান অর্থ কর্মকর্তা কর্তৃক স্বাক্ষরিত হইতে হইবে।

(৪) কোন বীমাকারীর ব্যবসার প্রধান কার্যালয় বাংলাদেশের বাহিরে স্থাপিত হইলে, বীমাকারীর আবেদনের ভিত্তিতে কর্তৃপক্ষ উপ-প্রবিধান-(১) এ উল্লিখিত ২১ (একুশ) দিনের পরিবর্তে ৩০ (ত্রিশ) দিনে বর্ধিত করিতে পারিবে।

৬। **কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সম্পদ পরিদর্শন।**—(১) কর্তৃপক্ষ প্রয়োজনে যে কোন সময়ে নন-লাইফ বীমাকরীর সম্পদ পরিদর্শন বা Due diligence প্রক্রিয়া প্রয়োগ করিতে পারিবে অথবা এই প্রবিধানমালার বিধানসমূহ প্রতিপালিত হইতেছে কিনা তাহা নিশ্চিত হইবার উদ্দেশ্যে কর্তৃপক্ষ যেরূপ উপযুক্ত মনে করিবে সেইরূপ পদক্ষেপ গ্রহণের অধিকারী হইবেন এবং বীমাকারী সেই অনুযায়ী কর্তৃপক্ষের যে কোন চাহিদা অনুসারে তথ্যাদি প্রদানে বাধ্য থাকিবে।

(২) কোন বীমাকারী এই প্রবিধান লঙ্ঘন করিলে বা উপ-প্রবিধান (১) এর অধীন তথ্য প্রদানের জন্য নির্দেশ প্রাপ্তির পর নির্ধারিত সময়ের মধ্যে তথ্য প্রদান করিতে ব্যর্থ হইলে, তাহার বিরুদ্ধে আইনের অধীন প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাইবে।

তফসিল-১

[প্রবিধান ২(১)(গ), ৫(১) ও ৫(৩) দ্রষ্টব্য]

বিনিয়োগ রিটার্ন

নন-লাইফ বীমাকারীর নাম : নিবন্ধন নং-

ক্রমিক নং	বিনিয়োগ খাতের বিবরণ	বিগত ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক (বুকভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বাজার মূল্যে বা আদায় যোগ্য মূল্য	সম্পদের শতকরা হার	অনুমোদিত সীমা	অতিরিক্ত /কম	মন্তব্য
১।	সম্পদের পরিমাণ: পূর্ববর্তী বৎসরের জের								
২।	বর্তমান সময়ে সম্পদ								
৩।	সম্পদ [(১)+(২)]								
৪।	বিনিয়োগের পরিমাণ:								
(১)	সরকারি সিকিউরিটিজ খাত								
(২)	সরকারি সিকিউরিটিজ খাত ব্যতিত অন্যান্য খাত:								
	(ক) বাংলাদেশ সরকারের গ্যারান্টিযুক্ত ভৌত অবকাঠামো উন্নয়নের জন্য ইস্যুকৃত বন্ড এবং অন্যান্য বন্ড								
	(খ) ডিবেঞ্চার বা সিকিউরিটিজ (অ) সরকারের অনুমোদনক্রমে সিটি কর্পোরেশন কর্তৃক ইস্যুকৃত ডিবেঞ্চার বা অন্যান্য সিকিউরিটিজ								
	(আ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত ডিবেঞ্চার								
	(গ) বাংলাদেশ সিকিউরিটিজ এন্ড এক্সচেঞ্জ কমিশন কর্তৃক অনুমোদিত এবং যে কোন স্টক এক্সচেঞ্জে তালিকাভুক্ত কোন কোম্পানির অগ্রাধিকার বা সাধারণ শেয়ার								

ক্রমিক নং	বিনিয়োগ খাতের বিবরণ	বিগত ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক (বুকভ্যালু)	বর্তমান ত্রৈমাসিক পর্যন্ত (বুক ভ্যালু)	বাজার মূল্যে বা আদায় যোগ্য মূল্য	সম্পদের শতকরা হার	অনুমোদিত সীমা	অতিরিক্ত /কম	মন্তব্য
	(ঘ) স্থাবর সম্পত্তি :								
	(অ) সিটি কর্পোরেশন এলাকায় অথবা কোন পৌরসভায় অবস্থিত দায়হীন এবং নিষ্কন্টক স্থাবর সম্পত্তি								
	(আ) আবাসিক, দাপ্তরিক বা দোকান হিসাবে ব্যবহৃত প্রথম বন্ধকীকৃত স্থাবর সম্পত্তি/লিজকৃত সম্পত্তি								
	(ঙ) বাংলাদেশ অনুমোদিত রেটিং সংস্থা কর্তৃক “A” অথবা সমমান অথবা শ্রেষ্ঠতর তফসিলী ব্যাংকে আমানত								
	(চ) মিচ্যুয়াল ফান্ড ও ইউনিট ফান্ড								
	(ছ) আর্থিক প্রতিষ্ঠানে স্থায়ী আমানত								
	(জ) সাবসিডিয়ারি কোম্পানিতে বিনিয়োগ								
	(ঝ) অন্যান্য প্রকারে বিনিয়োগ								
	মোট								
(৩)	বীমা আইন, ২০১০ এর ধারা ২৩ বা ১১৯ এর বিধান মোতাবেক গচ্ছিত জামানতের বিনিয়োগ (সরকারি সিকিউরিটিজ খাতে)								
	সর্বমোট								

তফসিল-২

[প্রবিধান ২(১)(গ) ও ৫(২) দ্রষ্টব্য]

প্রত্যয়নপত্র

এতদ্দ্বারা প্রত্যয়ন করা যাইতেছে যে------------------------------নন-লাইফ বীমাকারীর/---ত্রৈমাসিক/বার্ষিক বিনিয়োগ প্রতিবেদনে আমাদের জ্ঞানমতে সঠিক ও সম্পূর্ণ তথ্য প্রদান করা হইয়াছে এবং কোন তথ্য গোপন করা হয় নাই।

নিরীক্ষকের স্বাক্ষর

কর্তৃপক্ষের আদেশক্রমে,

মোঃ শফিকুর রহমান পাটোয়ারী
চেয়ারম্যান
বীমা উন্নয়ন ও নিয়ন্ত্রণ কর্তৃপক্ষ।

মোঃ তারিকুল ইসলাম খান, উপপরিচালক, বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ আব্দুল মালেক, উপপরিচালক, বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস, তেজগাঁও,
ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd